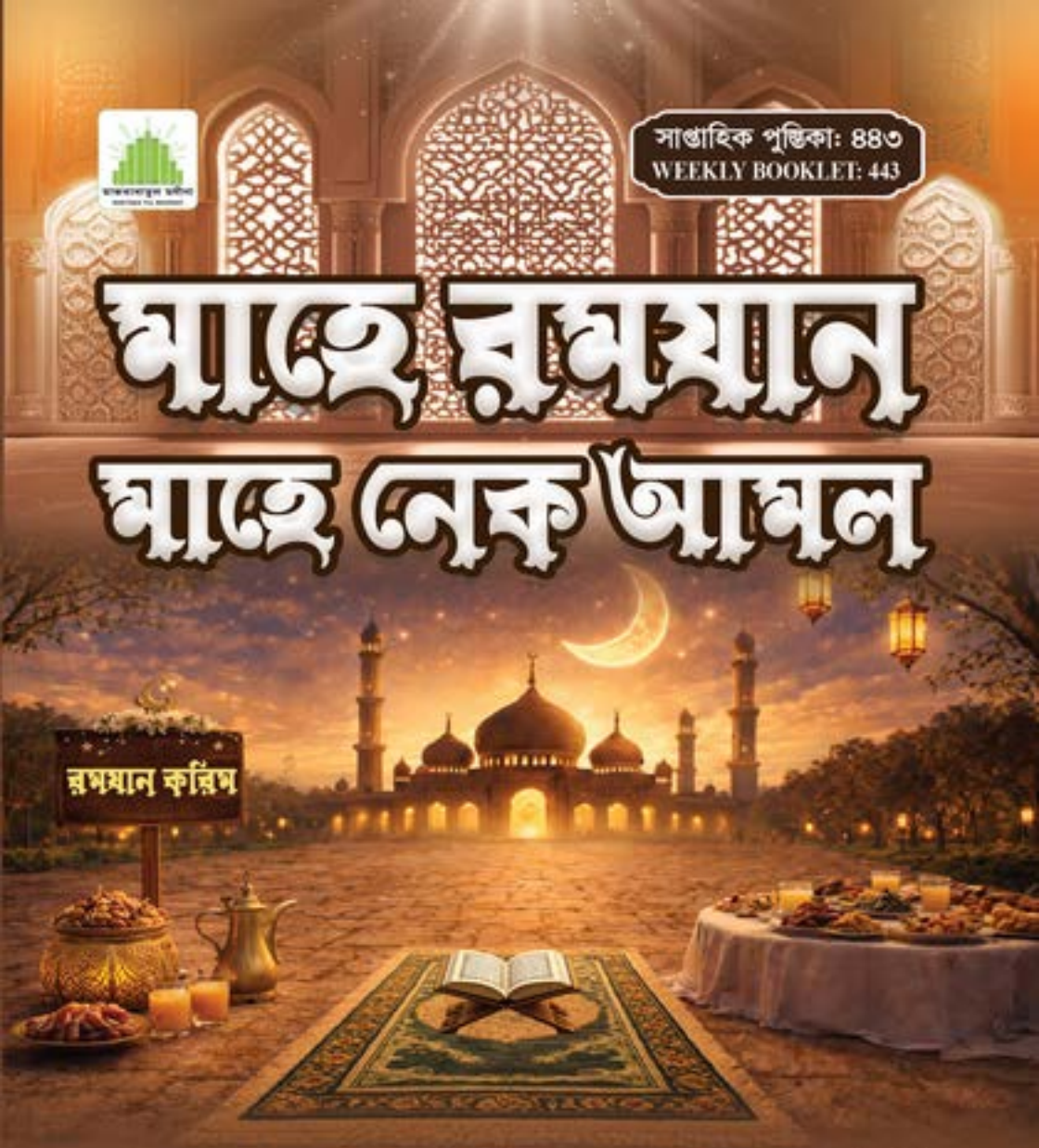
সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪৩
WEEKLY BOOKLET: 443

মাহে রমযান
মাহে নেক আমল



পয়গামে আশিকে রমযান ০২
উল্টো করে ঝুলন্ত লোক ০৬
বুযুর্গানে দ্বীন ও ইবাদতের স্পৃহা ১৫
চাঁদা দেওয়া হাদিস থেকে প্রমাণিত ১৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মাহে রমযান
মাহে নেক আমল

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার পালনকর্তা! যে কেউ এই পুস্তিকা "মাহে রমযান মাহে নেক আমল" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে রমযানুল করীমে খুব বেশি বেশি নেকী করার তাওফিক দান করো এবং তাকে তার মা-বাবা ও পরিবারবর্গসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে আমার উপর এক হাজারবার দরুদে পাক পাঠ করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না সে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেয়। (ইলামী, পৃ: ১১৮, হাদিস: ৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফয়যানে মাহে রমযান

হে আশিকানে রাসূল! খোদায়ে রহমানের কোটি কোটি দয়া যে, তিনি আমাদেরকে মাহে রমযানের এই মহান নেয়ামত দান করেছেন। মাহে রমযানের ফয়যানের কথা কী আর বলব! সেটার প্রতিটি মূহুর্ত রহমতপূর্ণ, পুরো রমযানুল মুবারক ইবাদত, রহমত, বরকতের সমাহার, আল্লাহ পাক

তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, মাহে রমযানের মতো এই মহান নেয়ামত "মেহমান" হিসেবে আমাদেরকে দান করেছেন। আরশ বহনকারী রোযাদারদের দোয়ার মধ্যে আমীন বলে, আর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী অনুযায়ী "রমযানের রোযা পালনকারীদের জন্য মাছেরাও পর্যন্ত ইফতার পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।" (আত্তারগিব ওয়াত্তারগিব, ২/৫৫, হাদিস: ৬)

মাহে রমযানের ফযিলতের জন্য নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বাণীই যথেষ্ট: "যদি বান্দা জানত যে, রমযান কী জিনিস তাহলে আমার উম্মত আশা করত যে, হায়! পুরো বছরই রমযান হতো।

(ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯০, হাদিস: ১৮৮৬)

ماہِ رمضان کی آمد مرحبا ماہِ صِیام کی آمد مرحبا
شہرِ رحمٰن کی آمدمرحبا ماہِ غُفران کی آمد مرحبا

মাহে রমযান কী আমদ মারহাবা মাহে সিয়াম কী আমদ মারহাবা
শাহারে রহমান কী আমদ মারহাবা মাহে গুফরান কী আমদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পয়গামে আশিকে রমযান

১৪৪৪ হিজরী মোতাবেক ২০২৩ এ আশিকে মাহে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পুরো বিশ্বের আশিকে রাসূলদের মাহে রমযানকে মাহে নেক আমল হিসেবে উপভোগ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় একটি পয়গামও দিয়েছেন যেটাকে প্রয়োজনীয় সংযোজন সহকারে আপনাদের মাঝে উপপস্থাপন করা হচ্ছে সুতরাং এটি আপনিও পড়ুন এবং এটার নির্দেশনা অনুযায়ী আসন্ন মাহে

রমযানকে মাহে নেক আমল হিসেবে অতিবাহিত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, যেমন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

সমস্ত আশিকে রাসূলের নিকট আবেদন যে, এই পবিত্র মাস (অর্থাৎ মাহে রমযান) কে নেক আমল অনুযায়ী অতিবাহিত করুন, ফরয রোযাগুলো পালন করুন, ফরায়িয ও ওয়াজিব বিষয়গুলো আদায় করার পাশাপাশি কুরআনে পাকের তিলাওয়াতও করুন, বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করুন।

মাদারিসুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এর শিক্ষার্থীগণ এবং সমস্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা স্ব স্ব নেক আমল রিসালা পূরণ করুন এবং মাস পূর্ণ হলে নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করাতে থাকুন আর হায়! প্রতিমাসে রিসালা পূরণ জমা করানোর যদি অভ্যাস হয়ে যেত। আল্লাহ করুক! মাহে রমযানুল মুবারকে নেক আমলের এমন সাড়া পড়ে যাক শয়তান যেন নারাজ হয়ে যায়।

سدا کے لیے ہو جا راضی خُدایا ہمیشہ ہو لُطف و کرم یا الٰہی

সদা কে লিয়ে হো জা রাযি খোদা ইয়া হামেশা হো লুতফ ও করম ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ:১১০)

মাহে রমযান মাহে নেক আমল অনুযায়ী অতিবাহিতকারীদের জন্য দোয়ায়ে আত্তার

হে আল্লাহ পাক! মাহে রমযানুল মুবারকে নেক আমল সম্পাদনকারীদের, অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদানকারীদের এবং যেকোনো উপায়ে এটির জন্য সহযোগিতাকারীদেরকে উভয় জাহানে কল্যাণ দান করো, হে আল্লাহ পাক! এদের পেরেশান, অভাব-অনটন দূর করে দাও, সন্তানের জন্য প্রার্থনাকারীদের সন্তান নেয়ামত দান করে তাদের বক্ষকে মদীনা বানিয়ে

www.dawateislami.net

দাও, বার বার যিয়ারতে মদীনা নসীব করো, হে রব্বে গাফফার! তাদের বা-মামা ও আগত বংশধরদেরকে বিনা হিসাবে মাফ করে দাও, হে আমার দয়ালু পালনকর্তা! এসব দোয়া আমি গুনাহগারের হকেও কবুল করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পুরো মাস ইতিকাফ করে নিন

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল মুবারকের বরকতের কথা কী আর বলব! এটার প্রতিটি ক্ষণ তো রহমতে ভরপুর আর প্রতিটি ঘন্টা তার জলওয়ায় অসংখ্য বরকত বয়ে আনে এবং এই সম্মানিত মাসে শবে কদর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা অর্জনের জন্য আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানুল মুবারকের পুরো মাসেও ইতিকাফ করেন এবং শেষ দশদিনের অনেক গুরুত্ব ছিল।" (বুখারী, ১/৬৭১, হাদিস: ২০৪১) "একবার সফরের কারণে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইতিকাফ রয়ে গেল তো তিনি পরের রমযানে বিশদিন ইতিকাফ করলেন।" (তিরমিযী, ২/২১২, হাদিস: ৮০৩)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সকল ইসলামী ভাইদের খেদমতে আরয সম্ভব হলে হয়তো দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে পুরো মাহে রমযান ইতিকাফ করে নিন যদি সম্ভব না হয় তবে চাকরি ইত্যাদি থেকে ফ্রি হয়ে বাকি সময় মসজিদে কাটান اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে, আমার মাদানী কন্যারা আপন আপন ঘরে "মসজিদে বাইত" এ ইতিকাফ করুন মসজিদে বাইত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "ঘরোয়া মসজিদ বানানো সুন্নাত" অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

আশিকদের কথা

হে আশিকানে রমযান! এইভাবে তো ইতিকাফের অসংখ্য ফযিলত রয়েছে কিন্তু আশিকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, শেষ দশদিনের ইতিকাফ করা সুন্নাত। হাদিসে পাকে রয়েছে: "যেই ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়তে ইতিকাফ করল তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (জামে সগীর, পৃ: ৫১৬, হাদিস: ৮৪৮০)

রোযা কার উপর ফরয

তাওহীদ ও রিসালতের মান্যকারী এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়াদির উপর ঈমান আনার পর যেভাবে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয করা হয়েছে তেমনিভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান (পুরুষ ও নারী) বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্কের উপর ফরয। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

(পারা:২, আয়াত:১৮৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিল, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়।

রমযানের রোযার ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ এর ২টি বাণী

(১) যে রমযানের রোযা রাখল আর সেটির মর্যাদা অনুধাবন করল আর যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা দরকার সেগুলো থেকে বেঁচে থাকল তবে যেসব (গুনাহ) পূর্বে করেছে সেগুলোর কাফফারা হয়ে গেল। (আল ইহসান বিতারতীব

www.dawateislami.net

সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫/১৮৩, হাদিস: ৩৪২৪) (২) "যে (ব্যক্তি) মাহে রমযান পেল আর সেটির রোযা রাখল না ওই ব্যক্তি শাক্বী (অর্থাৎ দুর্ভাগা)।"

(মু'জামু আউসাত, ৩/৬২, হাদিস: ৩৮৭১)

উল্টো করে ঝুলন্ত লোক

যে লোক রোযা রেখে কোন সঠিক অপারগতা ব্যতীত ভঙ্গ করল সে যেন আল্লাহ পাকের কহর ও গযবকে ভয় করে। যেমন হযরত আবু উমামা বাহিলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, আমি রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: "আমি ঘুমে ছিলাম, স্বপ্নে দুইজন ব্যক্তি আসল আর আমাকে এক কঠিন পাহাড় গিরিপথে নিয়ে গেল, যখন আমি পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছলাম তখন খুবই কঠিন আওয়াজ আসছিল, আমি বললাম: "এটি কিসের আওয়াজ?" আমাকে বলা হলো, এটি জাহান্নামীদের আওয়াজ। এরপর আমাকে আরও আগে অগ্রসর করানো হলো, আমি কিছু এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদেরকে তাদের গোড়ালির রগ দিয়ে উল্টো করে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং ওইসব লোকদের চোয়াল ফেটে গিয়েছিল যা থেকে রক্ত বের হচ্ছি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "এরা কারা? তখন আমাকে বলল, এরা রোযার ইফতার করত এরপূর্বে যে, ইফতার করা হালাল হয়।"

(আল ইহসান বিতারতীব সহীহ ইবনে ইব্বান, ৯/২৮৬, হাদিস: ৭৪৪৮)

ماہِ رَمضاں تجھ میں جو روزے نہیں رکھتا کوئی وہ بڑا محروم ہے بدبخت ہے نادان ہے

মাহে রমযাঁ তুঝ ম্যা জো রোযে নেহী রাখতা কোয়ি
ওহ বড়া মাহরুম হ্যা বদ বখত হ্যা না-দান হ্যা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৭০৩)

www.dawateislami.net

তাহাজ্জুদের নামায

হে আশিকানে রাসূল! রোযার জন্য সাহরি সুন্নাত, সাধারণত এটার জন্য আশিকানে রাসূল ঘুম থেকে জেগেই উঠে, কতো ভালো হয় যে যদি সাহরির পূর্বে কমপক্ষে দুই রাকাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা হয়। হাদিসে পাকে রয়েছে: "যখন কোন ব্যক্তি রাতে নিজের পরিবারের লোককে ঘুম থেকে জাগ্রত করে আর তারা উভয়ে বা একা দুই রাকাত নামায পড়ে নেয় তো তবে তাদেরকে যিকিরকারী এবং ওলীদের তালিকায় লিখে দেওয়া হবে।" (আবু দাউদ, ২/৪৯, হাদিস: ১৩০৯) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: তাহাজ্জুদের সময় সামান্য যিকিরের বরকতে মানুষ সর্বদা যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(মিরআতুল মানাজীহ, ২/২৬২)

অপর এক হাদিসে পাকে রয়েছে: রাতের কিয়ামকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও যে, এটি পূর্ববর্তী নেককার লোকদের পদ্ধতি আর তোমাদের দয়ালু পালনকর্তার নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম এবং গুনাহসমূহকে মোচনকারী এবং গুনাহ থেকে বাধা প্রদানকারী।" (তিরমিযী, ৫/৩২৩, হাদিস: ৩৫৬০)

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে ২টি শরয়ী মাসায়িল

(১) সালাতুল লাইল (অর্থাৎ রাতের নামায) এর একটি প্রকার হলো তাহাজ্জুদ যাতে (মানুষ) ইশার নামাযের পর রাতে ঘুম থেকে উঠে আর নফল আদায় করে ।

(২) কমপক্ষে তাহাজ্জুদের নামায দুই রাকাত এবং হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে আট রাকাত প্রমাণিত রয়েছে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৬৭৭, ৬৭৮, অংশ: ৪)

www.dawateislami.net

সাহরি সুন্নাত তবে সাহরির সাথে আযানের কোন সম্পর্ক নেই

সাহরি খাওয়াটা রোযার জন্য শর্ত নয়, সাহরি খাওয়া ছাড়াও রোযা হয়ে যাবে তবে জেনে বুঝে সাহরি না করা উচিত নয় কেননা এটি একটি মহান সুন্নাত থেকে বঞ্চিত এবং সাহরিতে খুব বেশি করে খাওয়াও জরুরী নয়, কয়েকটি খেজুর এবং পানিই যদি সাহরির নিয়তে খাওয়াই যথেষ্ট হবে। রোযার সাথে ফজরের আযানের কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ ফজরের আযানের মাঝখানে খাওয়া-দাওয়া, পান করা কোনটাই জায়িয নেই। আযান হোক না হোক, আপনি আযানের আওয়াজ শুনুন বা না শুনুন সুবহে সাদিকের পূর্বে আপনা খাবার বন্ধ করে দিতে হবে।

সাহরি-ইফতার এবং নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামী খুব সুন্দর একটি অ্যাপ প্রস্তুত করেছে যেটার নাম হলো " Prayer Time" এটা "Play Store" থেকে আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে আপনার শহর ও এলাকার লোকেশন ইত্যাদি সেটিং করে নিন এবং পুরো বছরের নামায, রোযা ইত্যাদির সঠিক বিষয়াদি খুব সহজে জেনে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাহে রমযানে কোন নামায ছাড়বেন না

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা যদি মাহে রমযান মাহে নেক আমল অনুযায়ী অতিবাহিত করতে চান তাহলে ফরয নামায কিভাবে ছাড়বেন এই মুবারক মাসে ফরয তো ফরয নফল ইবাদতও অধিক পরিমাণ করতে হবে

www.dawateislami.net

কোন মূহুর্তও যেন নেকী থেকে খালি না যায়, নামায সেটাও যেন জামাআত সহকারে আদায় করা হয়, সম্ভব হলে হয়তো প্রথম কাতারে আদায় করেন তাহলে এটা আরও ভালো! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সকালের নামায পড়ে সে সন্ধা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের হেফাযতে থাকে। (মু'জামু কবীর, ১২/২৪০, হাদিস: ১৩২১০)

হযরত আল্লামা আব্দুর রঊফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "বিশেষ করে সকাল (অর্থাৎ ফজর) এর নামাযের যিকিরে হিকমত হলো এটি যে, এই নামাযে কষ্ট (অর্থাৎ মেহনত) হয় আর এই নামায নিয়মিত ওই ব্যক্তিই পড়তে পারে যার ঈমান একনিষ্ঠ থাকে, এজন্য সে আমান০০ (অর্থাৎ নিরাপদ) এর উপযুক্ত হয়ে থাকে।" (ফয়যুল কদীর, ৬/২১৩, হাদিসের পাদটীকা: ৮৭৯৩)

بھائی مسجد میں جماعت سے نمازیں پڑھ سدا
ہوں گے راضی مصطفٰے ہوجائے گا راضی خدا

ভাই মসজিদ ম্যা জামাআত সে নামাযেঁ পড়হ সদা
হোঙ্গে রাযি মুস্তফা হো জায়ে গা রাযি খোদা

(ফয়যানে নামায, পৃ: ১৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতে কবলিয়া আর নাওয়াফিলে বা'দিয়া

হে আশিকানে রমযান! আল্লাহ পাকের রহমতে এই মুবারক মাসে নফলের সাওয়াব ফরযের সমান আর ফরযের সাওয়াব ৭০গুণ অথবা এরচেয়ে আরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়। (ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯১, হাদিস: ১৮৮৭) যেহেতু এই মুবারক মাসে নফলের সাওয়াব ফরযের সমান সুতরাং নেকীর ব্যাপারে একদম

অসলতা করা উচিত নয়, ফরযের পূর্বে এবং পরবর্তী সুন্নাত এবং নফল আদায় করে প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করুন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যে (ব্যক্তি) প্রতিদিন (ফরয ব্যতীত) বারো রাকাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে, চার রাকাত যোহরের পূর্বে এবং দুই রাকাত যোহরের পর এবং দুই রাকাত মাগরিবের পর এবং দুই রাকাত ইশার পর এবং দুই রাকাত ফজরের আগে।"

(তিরমিযী, ১/৪২৪, হাদিস: ৪১৫)

میں پانچوں نَمازیں پڑھوں باجماعت ہو توفیق ایسی عطا یاالٰہی
میں پڑھتا رہوں سنّتیں، وقت ہی پر ہوں سارے نوافِل ادا یاالٰہی

ম্যায়ঁ পাঞ্চোঁ নামাযেঁ পড়হুঁ বা জামাআত হো তাওফিক আয়সী আতা ইয়া ইলাহী
ম্যা পড়তা রাহুঁ সুন্নাতে, ওয়াক্ত হী পর হো সারে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১০২)

সুন্নাতে তারাবীহ

হে আশিকানে রমযান! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযানুল মুবারক যেখানে আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা আবৃত করে রেখেছে তন্মধ্যে তারাবীর সুন্নাতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তারাবীর নামায শুধুমাত্র সাত, দশ বা পনের রমযান পর্যন্ত নয় বরং পুরো মাহে রমযান পর্যন্ত পড়তে হবে। এটার ফযিলতের কথা কী আর বলব, যেমন আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে রমযানে ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের জন্য কিয়াম করবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসলিম, পৃ: ২৯৮, হাদিস: ৭৫৯)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: তারাবীর নামায নিয়মিত আদায় করার বরকতে সমস্ত সগীরা

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ ছোট) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে কেননা কবীরা গুনাহ (বড় গুনাহ) তাওবা দ্বারা এবং হুকুকুল ইবাদ (আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা দ্বারা) মাফ হলে তখন মাফ হয়। (মিরাতুল মানাজীহ, ২/২৮৮)

আমীরে আহলে সুন্নাত আর তারাবীহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার ভালো ধারনা যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও আনুগত্যমূলক কাজে অতিবাহিত করেন, মাহে রমযানুল মুবারকে তো এত পরিমাণ ইবাদত ও রিয়াযতের আগ্রহ বেড়ে যায় যে, তার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া খুবই কঠিন! প্রায় ৭৮ বছর বয়স হওয়ার পরও তিনি রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন পরিপূর্ণ ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করেন। (আহ! অতীতের প্রায় তিন বা চার বছর থেকে হাটুতে ব্যথার কারণে মুফতি সাহেব ও ডাক্তারের পরামর্শে বসে বসে নামায আদায় করছেন।) শুধুমাত্র তারাবীহ নয় বরং দুর্বলতা ও বার্ধক্যের বয়স হওয়ার পরও ইশরাত ও চাশত, আওয়াবিন ইত্যাদির নামাযও আদায় করেন। রমযানুল মুবারকের সত্যিকার আশিক, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার জীবনের অত্যন্ত খুশির সময় হলো: (১) রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম ১২দিন, বিশেষ করে ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২ রবিউল আউয়াল শরীফের দিন (২) মদীনা শরীফের হাজিরি (৩) রমযানুল মুবারকের আগমন। (আমীরে আহলে সুন্নাত আর মাহে রমযান, পৃ:১২)

তারাবীহ সম্পর্কিত কিছু জরুরী মাসায়িল

(১) তারাবীহ প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (দুররে মুখতার, ২/৫৯৬, বাহারে শরীয়ত, ১/৬৮৮, অংশ: ৪)

www.dawateislami.net

(২) তারাবীহ বিশ রাকাত। মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর যমানায় বিশ রাকাত পড়া হতো।

(সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, ২/৬৯৯, হাদিস: ৪৬১৭)

(৩) তারাবীর জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে আলাল কিফায়া, যদি মসজিদে সমস্ত লোকেরা বর্জন করে তবে সকলে মন্দ কাজ করল আর যদি কিছু সংখ্যক লোক জামাআত সহকারে পড়ল তাহলে একাকী আদায়কারী ব্যক্তি জামাআতের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হলো।

(হিদায়া, ১/৭০)

(৪) তারাবীহ মসজিদে অথবা জামাআত সহকারে আদায় করা উত্তম, যদি ঘরে জামাআত সহাকারে আদায় করে তবে জামাআত ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ হবে না কিন্তু ওই সাওয়াব পাবে যা মসজিদের জামাআতে পড়ার মধ্যে ছিল। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/১১৬) ইশার ফরয মসজিদে বা জামাআত সহকারে আদায় করে এরপর ঘর অথবা হল ইত্যাদিতে তারাবীহ আদায় করুন যদি বিনা অপারগতায় মসজিদের পরিবর্তে ঘর অথবা হলে ইশার ফরযের জামাআত অনুষ্ঠিত করে তবে ওয়াজিব বর্জন করার গুনাহ হবে। (ফয়যানে রমযান, পৃ: ১৭৫, বাহারে শরীয়ত, ১/৫৮২)

(৫) নাবালেগের পেছনে শুধুমাত্র নাবালেগই তারাবীহ পড়তে পারবে।

(তারাবীহ কে ফাযায়িল ও মাসায়িল, পৃ: ৬২)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ পাক! আমাদেরকে নেক, একনিষ্ঠ ও সঠিকভাবে কুরআনে পাকের তিলাওয়াতকারী হাফিয সাহেবের পেছনে একাগ্র ও বিনয় সহকারে তারাবীহ আদায় করার তাওফিক দান করো এবং কবুলও করো। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তাফসীর শোনার/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করুন

হে আশিকানে রমযান! ফজরের নামাযের পর নিজ এলাকার মসজিদে হওয়া তাফসীরে কুরআনের হালকা বা মজলিসে অংশগ্রহণ করে কুরআনে করীমের নূর দ্বারা নিজের বক্ষকে আলোকিত করুন। সকালের সময় কুরআনে করীমের একটি আয়াত শেখার বা ইলমের একটি অধ্যায় শেখার অনেক বরকত রয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: হে আবু যার! তোমার এই অবস্থায় সকাল করা যে, তুমি আল্লাহ পাকের কিতাব থেকে একটি আয়াত শেখো, এটা তোমার জন্য ১০০ রাকাত নফল পড়ার চেয়েও উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় সকাল করা যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছ যেটার উপর আমল করা হলো বা না হলো, তবে এটা তোমার জন্য ১০০০ নফল পড়ার চেয়েও উত্তম।

(ইবনে মাজাহ, ১/১৪২, হাদিস: ২১৯)

তাফসীরে কুরআন শোনার বা পড়ার এবং ফয়যানে সুন্নাত থেকে চার পৃষ্ঠা পড়ার পর শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া পড়ে নিজের মাশায়েখে কেরাম, পীর ও মুর্শিদ এবং মাতা-পিতাকে ঈছালে সাওয়াবও করুন, শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া থেকে সকালের অযিফাসমূহ পড়ে ইশরাক ও চাশতের সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাকের যিকিরে মশগুল থাকুন কেননা এটার অনেক বড় ফযিলত রয়েছে অতঃপর ওয়াক্ত হলে ইশরাক ও চাশতের নফল আদায় করুন।

www.dawateislami.net

ইশরাক ও চাশতের ফযিলত

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে "আল্লাহ পাকের যিকির" করতে থাকে এই পর্যন্ত যে সূর্য উদিত হয়ে যায় এরপর দুই রাকাত পড়ে তবে সে পুরো হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব পাবে। (তিরমিযী, ২/১০০, হাদিস: ৫৮৬) একইভাবে চাশতের নামাযের ফযিলতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নিয়মিতভাবে আদায় করতে থাকে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায় যদিওবা তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়। (ইবনে মাজাহ, ২/১৫৩, হাদিস: ১৩৮২)

(ইশরাক ও চাশতের ওয়াক্ত: সূর্য উদিত হওয়ার বিশ মিনিট পর থেকে শুরু করে নিসফুন নাহার শরয়ী পর্যন্ত এই নফল আদায় করতে পারবে।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআন নাযিলের মাস

আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম পবিত্র কুরআন মাজীদ, ফুরকানুল হামীদ, এটা পড়া ও পড়ানো এবং শোনা ও শোনানো সাওয়াবের কাজ। কুরআনে পাকের একটি হরফ তথা অক্ষরের বিনিময়ে ১০টি সাওয়াব দেওয়া হয়, আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমকে রমযানুল মুবারকে অবতীর্ণ করেছেন। যেমনটি পারা ২, সূরাতুল বাকারার আয়াত নম্বর ১৮৫ তে আল্লাহ পাক বলেন:

www.dawateislami.net

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ
اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ রমযানের মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

এই মুবারক মাসে কমপক্ষে একবার হলেও কুরআন খতম দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ও এই পবিত্র মাসে তারাবীর নামায ও এটা ছাড়াও অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ইবাদতের স্পৃহা

(১) কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রমযানুল মুবারকে ঈদুল ফিতরের দিনসহ সর্বমোট ৬২টি কুরআনে পাকের খতম দিতেন। (আল খাইরাতুল হিসান, পৃঃ ৫০)

(২) কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাহে রমযানে ৬০টি কুরআনে পাকের খতম দিতেন এবং সমস্ত নামাযে খতম দিতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪২, নং: ১৩৪২৬)

(৩) হযরত আবু আশহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু রজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রমযানুল মুবারকে আমাদের সাথে কিয়াম অবস্থায় ১০দিনে কুরআন মাজীদ খতম করতেন।

(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, পৃঃ ৩১৯, নং: ১৮৩৯)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা সালাম বিন আবি মাতী' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত যে, হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ বিন দিমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (সাধারণ দিনে) সাত রাতে একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন, রমযানুল মুবারকে তিনরাতে এবং শেষ দশদিনে প্রতিরাতে একটি করে কুরআন খতম দিতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৮৫, হাদিস: ২৬৫৫)

www.dawateislami.net

تلاوت کی توفیق دیدے الٰہی گناہوں کی ہو دُور دل سے سیاہی

তিলাওয়াত কী তাওফিক দে দে ইলাহী
গুনাহো কী হো দূর দিল সে সিয়াহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যাকাত ও ফিতরা

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পদের একটি অংশ যেটা শরীয়ত নির্ধারণ করেছে মুসলিম, ফকির, হাশেমী নয় এমন কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়াকে যাকাত বলে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৭৪, অংশ: ৫) আযাদ, মুসলমান, বিবেকবান, বালেগ এবং নেসাবের অধিকারী লোকের উপর যাকাত ফরয। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৭৫, ৮৭৬, অংশ: ৫) আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় যাকাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন এবং সেটার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন: যেমন

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "আর নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও"

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাদিসে মুবারকায় যাকাত আদায় করার তাকিদও দিয়েছেন। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) তোমাদের ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়া হলো এটি যে, নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করো। (মু'জামু কবীর, ৮/১৮, হাদিস: ৬) (২) ইসলামের ভিত্তি মূল পাঁচটি জিনিসের উপর, তার মধ্যে একটি হলো যাকাত আদায় করা।

(তিরমিযী, ৪/২৭৫, হাদিস: ২৬১৮ সারসংক্ষেপ)

www.dawateislami.net

যাকাত সম্পর্কিত কিছু জরুরী মাসায়িল

যাকাত আদায় করা ফরয আর অনাদায়ীকারী ফাসিক পক্ষান্তরে আদায়ের ক্ষেত্রে বিলম্বকারী গুনাহগার ও মারদূদুশ শাহাদাত (অর্থাৎ তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য)। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৭৪, অংশ: ৫) সর্বপ্রথম গরীব, মিসকীন ও ফকির ও দরিদ্র লোকদেরকে খুঁজে যাকাত দিন, সময়মতো যাকাত আদায় করার দ্বারা গরীবদেরক উপকার হয়, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেউ হকদার হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া অধিক সাওয়াবের কারণ। যাকাত আদায় না করার দ্বারা একক ও সমষ্টিগত, দুনিয়াবী ও পরকালীন সবধরনের ক্ষতি হতে পারে যেমনটি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই গোত্র যাকাত দিবে না আল্লাহ পাক তাদেরকে দূর্ভিক্ষে পতিত করবেন।

(মু'জামু আউসাত, ৩/২৭৫, হাদিস: ৪৫৭৭)

নফল দান ও সদকাও করুন

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক যদি তাওফিক দেন তাহলে যাকাত ছাড়াও এই মুবারক মাসে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গরীব মুসলমানদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করুন, তাদেরকে সাহরি ও ইফতা করিয়ে তাদেরকে রেশন দিয়ে ঈদের বাজার করার জন্য অর্থ প্রদান করে অথবা যেভাবে সম্ভব হয় নিজের সম্পদ অনুযায়ী তাদেরকে সহযোগিতা করুন, আল্লাহ পাক উভয় জাহানে আপনার সাথে অনুগ্রহমূলক আচরণ করবেন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা ও উৎসর্গ করার ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: হে আদম সন্তানরা! নিজেদের ভান্ডার (সদকা করে) আমাকে সোপর্দ করে দাও তাহলে না জ্বলবে আর না ডুববে আর না চুরি হবে। কিয়ামতের দিন তোমার সীমাহীন প্রয়োজনের সময় তোমাকে ফিরিয়ে দিবো।" (আত্তারগিব ওয়াত্তারহীব, ২/১০, হাদিস: ৩০) (২) "যে ব্যক্তি ওই জিনিসকে যেটার তার নিজের প্রয়োজন হয় (সেটা) অন্যকে দিয়ে দিবে তো আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।" (ইত্তোফুস সাআদাতুল মুত্তাকীন, ৯/৭৭৯)

সবচেয়ে বড় দানশীল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন এবং রমযান শরীফে তিনি (বিশেষভাবে) অনেক বেশি দান করতেন।

(বুখারী, ১/৯, হাদিস: ৬)

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم! ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم

হাত উঠা কর এক টুকড়া আয় করীম হ্যা সাখী কে মাল ম্যা হকদার হাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চাঁদা দেওয়া হাদিস থেকে প্রমাণিত

হে আশিকানে রাসূল! মাহে রমযানে কৃত নেকীর মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেকী হলো দ্বীনের খেদমতের জন্য চাঁদা দেওয়া, সৌভাগ্যবান ওই

আশিকানে রাসূল যারা রমযান শরীফের মুবারক দিনে এবং রাতে আল্লাহ পাকের দ্বীনের সহায়তার জন্য চাঁদা দিয়ে থাকে মনে রাখবেন! চাঁদা দেওয়া জায়িয বরং সাওয়াবের কাজ এবং মৌলিক সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। যেমনটি আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: "মসজিদে নিজের জন্য চাওয়া জায়িয নেই আর তাকে দেওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম নিষেধ করেছেন।" (আরও বলেন) অন্য কারো জন্য চাইল বা মসজিদের কোন কাজে এবং দ্বীনি কোন প্রয়োজনে চাঁদা চাওয়া জায়িয এবং সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৪১৮)

সামনে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় আরও বলেন: কল্যাণের কাজের জন্য চাঁদা করা সহীহ হাদিসে মুবারকা থেকে সাব্যস্ত, সম্পদশালীর উপর ওয়াজিব নয় যে, পুরো মসজিদ তার নিজের অর্থায়নে বানাবে, কল্যাণকর কাজে চাঁদা করাটা কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে। হাদিসে মুবারকায় রয়েছে: "যে ভালো কাজের দিকে আহবান করে সে ওই পরিমাণ সাওয়াব পাবে যতটুকু সাওয়াব ওই ভালো কাজটি সম্পাদনকারী পাবে।" (মুসলিম, পৃ: ৮০৯, হাদিস: ১৮৯৩)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, গিয়ে মক্কায়ে মুয়াযযমার ওলী-গলিতে ঘোষণা করো, "সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।" (তিরমিযী, ২/১৫১, হাদিস: ৬৭৪)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন যাতে অহেতুক ও অযথা কথাবার্তা থেকে রোযার পবিত্র হয়ে যায় এবং মিসকীনদের খোরাকও হয়ে যায়। (আবু দাউদ, ২/১৫৭, হাদিস: ১৬০৯)

বিশ্বব্যাপী দ্বীনের বিভিন্ন পর্যায়ে খেদমতকারী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীকেও আপনার যাকাত, সদকা, আতিয়াত ও ফিতরা দিয়ে নেকীর

www.dawateislami.net

কাজে অংশগ্রহণ করুন এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর কাজে সহযোগিতা করুন।

মাহে রমযান মাহে কবুলিয়্যতে দোয়া

হে আশিকানে রমযান! আরশ বহনকারী ফেরেশতারা রোযাদারদের দোয়ার মধ্যে আমীন বলে থাকে, দোয়া হলো ইবাদতের মগজ, মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও জমিনের নূর। (মুসতাদরাক, ২/১৬২, হাদিস: ১৮৫৫) দোয়া বিপদ আসাকে বাধা প্রদান করে। (তিরমিযী, ৫/৩২২, হাদিস: ৩৫৫৯) হাদিসে পাক অনুযায়ী রোযাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১৫, হাদিস: ৩৯৩৮) একটি হাদিসে পাকে এইভাবে এসেছে যে, নিশ্চয় রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন একটি দোয়া হয়ে থাকে যেটা ফেরত দেওয়া হয়না।" (ইবনে মাজাহ, ২/৩৫০, হাদিস: ১৭৫৩)

অতএব যেখানে দোয়া এত বরকত আর রোযাদারের দোয়া কবুল হয় তো দোয়া করতে অলসতা আর উদাসিনতার পরিবর্তে এবং নিজের পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য মুসলমানের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ পাকের দরবারে বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া করুন, মক্কা ও মদীনা শরীফে আদব সহকারে হাজিরীর দোয়া করুন, দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তার দোয়া করুন। নিজের দেশের স্থিতিশীলতা ও উন্নতীর জন দোয়া করুন এবং দ্বীনের খেদমতের তাওফিকের দোয়াও অবশ্যই করুন। আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত জায়িয দোয়ার উপর রহমতের দৃষ্টি দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

৯বার যিয়ারতে মুস্তফা (মাদানী বাহার)

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের সংস্পর্শে বসা, তাঁদের বাণীসমূহ শ্রবণ করা এবং সেগুলোর উপর আমল করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, সৌভাগ্যবান হলো ওই আশিকানে রাসূল যারা আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারায় উপস্থিত হয়। মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জন করে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণের বরকতের কথা কী আর বলব! মাদানী মুযাকারা কত মানুষের জীবন পরিবর্তন করেছে, এই প্রসঙ্গে একটি বাহার পড়ুন এবং পুরো রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন অনুষ্ঠিতব্য ২টি মাদানী মুযাকারা দেখার এবং শোনার নিয়ত করুন:

পাকিস্তানের এক ইসলামী বোন আমীরে আহলে সুন্নাতের নামে চিঠি লিখেছিলেন যে, সে আগে মদ মাযহাবদের মতাদর্শের উপর এমনভাবে অটুট ছিল যে, কেউ তার সাথে মিশতেও পারবে না, ও পীর-মুরিদেরও কঠোর বিরোধী ছিল, তার মাথায় বিভিন্ন প্রশ্ন ও মতবিরোধ ছিল, ঘর মাদানী চ্যানেল দেখতে গিয়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা ও বয়ানাতে তার মতবিরোধ ও প্রশ্নের উত্তর পেতে লাগল, তার এমন হতো যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার প্রতিটি প্রশ্ন জানেন, তার বর্ণনা হলো: যেই প্রশ্ন তার মাথায় আসত, আমীরে আহলে সুন্নাত কিছুদিনের মধ্যেই মাদানী চ্যানেলে সেটির উত্তর দিয়ে দিতেন, ফলশ্রুতিতে মাদানী চ্যানেল দেখা তার অভ্যাস হয়ে গেল আর এইভাবে ধীরে ধীরে সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামী" এর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল, আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারার বরকত এমনভাবে প্রকাশিত হলো যে, সে মাদানী বোরকা পরিধান করা শুরু করে দিল এবং

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল, আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে সে ফয়যানে শরীয়ত কোর্সের মুয়াল্লিমা ও এলাকায় ডিভিশন মুশাওয়ারাত নিগরান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে এমনকিছু পেয়েছে যা বলার বাইরে, সে তার অবস্থাদি বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, সে স্বপ্নে ৯বার আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করেন, যার মধ্যে দুইবার এইভাবে দীদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হয়েছে যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর খুব খুশি হতে দেখা যাচ্ছিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ঈমান সতেজকারী দৃশ্য দেখে তার আকিদা মযবুত হয়ে গেল যে, মসলকে হক হলো আহলে সুন্নাত, মসলকে আলা হযরতই হলো সঠিক।

আল্লাহ পাকে রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

خوفِ خدا وعشقِ مصطفٰے علم وعمل اِصلاحِ معاشرہ
فقہِ شریعت وطریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ

খওফে খোদা ও ইশকে মুস্তফা ইলম ও আমল ইসলাহে মুয়াশেরা
ফিকহে শরীয়ত ওয়া তরিকত কা হ্যা মাজমুআ মাদানী মুযাকারা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রমযানে ওমরা

হে আশিকানে রমযান! মাহে রমযান হোক খানায়ে কাবার সামনে আর দেহের উপর হেরেমের চাদর হোক, এই কাল্পনিক দৃশ্যটি অতিশীঘ্রই আগমন করছে, মাহে রমযানুল মুবারকে ওমরা পালন করা অনেক ফযিলতের কাজ। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "রমযানে ওমরা করা আমার সাথে হজ্ব করার সমান।" (বুখারী, ১/৬১৪, হাদিস: ১৮৬৩) অপর এক হাদিসে পাকে রয়েছে: "রমযানে একটি ওমরা করা একটি হজ্বেও সমান।" (আবু দাউদ, ২/২৯৬, হাদিস: ১৯৮৮)

যিম্মাদারানে দাওয়াতে ইসলামী মনোযোগী হোন!

প্রকৃত আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর দাওয়াতের স্পৃহা নিয়ে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি অনেকবার দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদেরকে কিছুটা এইভাবে মাদানী ফুল পেশ করেছেন যে, আপনারা পুরো বছর মদীনা শরীফে হাজিরি দিন, হজ্ব করুন, ওমরা করুন কিন্তু রমযান শরীফে মসজিদে নামাযীদের একটি বড় সংখ্যা এমন হয়ে থাকে যারা পুরো বছর মসজিদেও দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না যদি সমস্ত যিম্মাদারানে দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত দেওয়ার এমন মহান সুযোগে মদীনা শরীফের দিকে মনোনিবেশ করে তবে এদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল কারা করাবে? কারা তাদেরকে সত্যিকার নামাযী ও প্রকৃত আশিকে রাসূল বানাবে?

এই কথাটি এইভাবে বুঝুন যে, অনেক ব্যবসায়ী এমন রয়েছে যাদের সিজন হলো রমযান শরীফ অথবা ঈদুল ফিতর যেমন মিষ্টির দোকানদার, দর্জি ইত্যাদি। যদি আপনি এদেরকে ফ্রিতে রমযানে মদীনা শরীফে (ওমরার)

www.dawateislami.net

টিকেট দেন তবু তারা যাবে না কেননা তারা জানে যে এইদিনে আমরা কাজ করে হয়তো দশটি টিকেটের টাকা কামাতে পারব, মদীনায়ে পাকে অন্য কোন মাসে যাবো, যেখানে দুনিয়ার নগণ্য টাকা কামানোর ইচ্ছাপোষণকারীদেরও রমযানে মদীনায়ে পাকের যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করছে না সুতরাং যারা সারা দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়ার ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের স্পৃহা রাখে এই মহান উদ্দেশ্যটি পূরণ করার জন্য নিজের দেশে এই মহান সুযোগটিতে নেকীর দাওয়াতের জন্য কেন থেকে যাবে না? اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিতব্য শেষ দশদিনে এবং পুরো মাহে রমযানে ইতিকাফে হাজার হাজার ইতিকাফকারী মসজিদে চলে আসে যদি যিম্মাদারগণ রমযানে মদীনা শরীফে চলে যায় তবে এই ইতিকাফকারীদের কে সংশোধন করবে? এদের মধ্যে বিদ্যমান শুধুমাত্র রমযান শরীফের নামাযীদেরকে সারা বছরের নামাযী কে বানাবে? এদেরকে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিতকারী কারা বানাবে? আমি যিম্মাদারানে দাওয়াতে ইসলামীদেরকে আরজ করবো, মদীনা পাকের হাজিরি আরও অনেক থাকবে আসুন একবার রমযানে মদীনা পাকের যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করি।

اللہ کرے دل میں اُتر جائے میری بات

আল্লাহ করে দিল ম্যা উতার জায়ে মেরি বাত

চাঁদরাত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে দুই ঈদের রাতে (অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাত ও ঈদুল আযহার রাত) সাওয়াবের আশায় কিয়াম

www.dawateislami.net

করল, ওইদিন তার হৃদয় মরবে না যেদিন (সমস্ত মানুষের) হৃদয় মরে যাবে।" (ইবনে মাজাহ, ২/৩৬৫, হাদিস: ১৭৮২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আযাবের উপযুক্ত হওয়ার কাজ করে, ঈদের দিনকে নিজের জন্য আযাবের দিন বানাবেন না। আর মনে রাখবেন!

لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَّبِسَ الْجَدِيْد اِنَّمَاالْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْد

(অর্থাৎ ঈদ তার জন্য নয়, যে নতুন কাপড় পরিধান করেছে, ঈদ তো তার জন্য যে আযাবে ইলাহীতে ভয় করেছে)

হে আশিকানে রাসূল! রমযান শরীফের বরকত বেশি থেকে বেশি অর্জন করতে এবং ঈদে সায়িদের হাকিকত পাওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত শেখার ও শেখানোর তিনদিন, বারোদিন, এক মাস এবং জীবনের একবার বারো মাসের কাফেলায় সফর করুন এবং সারা দুনিয়ায় সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে দিন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক ইতিকাফকারী চাঁদরাত ফয়যানে মদীনায় রাত অতিবাহিত করে রাতোরাত অথবা সকালে ঈদের নামায পড়ে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়। আপনিও সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং দোয়ায়ে আত্তারে অংশ নিন।

خوب روتا ہے تڑپتا ہے غمِ رَمضان میں جو مسلماں قدر دان و عاشقِ رَمضان ہے

খুব রোতা হ্যা তড়পতা হ্যা গমে রমযান ম্যা
জো মুসলমাঁ কদরদান ও আশিকে রমযাঁ হ্যা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৭০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

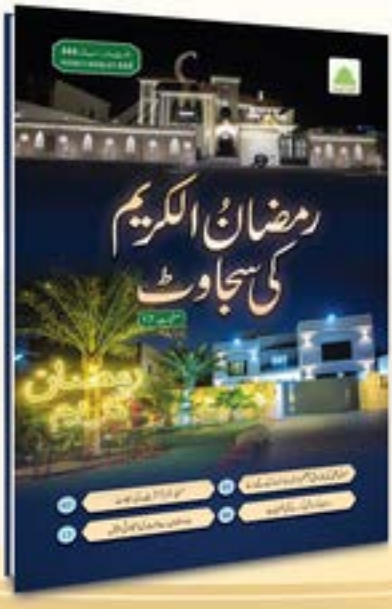
www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দোয়ায়ে আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
ফয়যানে মাহে রমযান ১
পয়গামে আশিকে রমযান ২
মাহে রমযান মাহে নেক আমল অনুযায়ী অতিবাহিতকারীদের জন্য দোয়ায়ে আত্তার ৩
পুরো মাস ইতিকাফ করে নিন ৪
আশিকদের কথা ৫
রোযা কার উপর ফরয ৫
রমযানের রোযার ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ এর ২টি বাণী ৫
উল্টো করে ঝুলন্ত লোক ৬
তাহাজ্জুদের নামায ৭
তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে ২টি শরয়ী মাসায়িল ৭
সাহরি সুন্নাত তবে সাহরির সাথে আযানের কোন সম্পর্ক নেই ৮
মাহে রমযানে কোন নামায ছাড়বেন না ৮
সুন্নাতে কবলিয়া আর নাওয়াফিলে বাঁদিয়া ৯
সুন্নাতে তারাবীহ ১০
আমীরে আহলে সুন্নাত আর তারাবীহ ১১
তারাবীহ সম্পর্কিত কিছু জরুরী মাসায়িল ১১
তাফসীর শোনার/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করুন ১৩
ইশরাক ও চাশতের ফযিলত ১৪
কুরআন নাযিলের মাস ১৪
বুযুর্গানে দ্বীন ও ইবাদতের স্পৃহা ১৫
যাকাত ও ফিতরা ১৬
যাকাত সম্পর্কিত কিছু জরুরী মাসায়িল ১৭
নফল দান ও সদকাও করুন ১৭
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা ও উৎসর্গ করার ফযিলত ১৮
সবচেয়ে বড় দানশীল ১৮
চাঁদা দেওয়া হাদিস থেকে প্রমাণিত ১৮
মাহে রমযান মাহে কবুলিয়্যতে দোয়া ২০
৯বার যিয়ারতে মুস্তফা (মাদানী বাহার) ২১
রমযানে ওমরা ২৩
যিম্মাদারানে দাওয়াতে ইসলামী মনোযোগী হোন! ২৩
চাঁদরাত ২৪

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net